২.৪ অনুবিভাগ-৪: (জাতিসংঘ)

বাংলাদেশে কর্মরত জাতিসংঘের বিভিন্ন আবাসিক ও অনাবাসিক সংস্থাসমূহ এদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সহযোগিতা প্রদান করে আসছে। Millennium Development Goals (MDGs) অর্জনে সহায়তা প্রদান/সহায়ক ভূমিকা পালন-এ সংস্থাসমূহের প্রধান লক্ষ্য। এ লক্ষ্যে এ সংস্হাসমূহ বাংলাদেশের উন্নয়ন কৌশলপত্রের সাথে জাতিসংঘের সহযোগিতার ক্ষেত্রসমূহকে সাযুজ্যপূর্ণ করে সমতাভিত্তিক উন্নয়নের জন্য কাজ করছে। অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের জাতিসংঘ অনুবিভাগ জাতিসংঘের অধীনে চলমান বৈশ্বিক প্রক্রিয়া যথা- Sustainable Development Goals, Rio+20, Anti-Global Crisis Project-এর সাথে জড়িত। এছড়া, এ অনুবিভাগ জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থার সাথে আলোচনা/ত্রিপক্ষীয় সভা অনুষ্ঠান এবং কার্যকরী যোগাযোগের মাধ্যমে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অনুদান সংগ্রহের নিমিত্ত কারিগরী প্রকল্প দলিল/সমঝোতা দলিল স্বাক্ষর করে থাকে। এ ছাড়া, বাংলাদেশ এবং জাতিসংঘের নীতিগত বিষয়াদি, সমন্বয় সংক্রান্ত কাজ, জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থার সহায়তাপুষ্ট উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ পরিদর্শন এবং অগ্রগতি পর্যালোচনা, সামগ্রিক পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন এবং ভবিষ্যত কর্মপন্থা নির্ধারণ ইত্যাদি অন্যতম কাজ জাতিসংঘ অনুবিভাগের আওতাধীন। জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্হার সহায়তাপুষ্ট ৯০টি প্রকল্প বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের আওতায় বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

২.৪.১ ২০১৩-১৪ অর্থ-বছরে স্বাক্ষরিত প্রকল্প প্রকল্প

২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে জাতিসংঘের আওতাধীন বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে FAO-এর ১০টি, UNDP-এর ৩টি, ILO-এর ৬টি, UNEP-এর ১টি, UNCDF-এর ১টি, IMO-এর ১টি, UNICEF-এর ২টি এবং GEF-এর ২টি প্রকল্পসহ মোট ২৬টি প্রকল্পে ১৯৪.৯৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার অনুদান সহায়তার জন্য অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের সঙ্গে উন্নয়ন সহযোগীগণের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক সরবরাহকৃত অনুদান সহায়তা নিম্নবর্ণিত আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রসমূহে গৃহীত উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে উন্নয়নের জন্য ব্যয় করা হয়ে থাকে:

- পরিবেশ সংরক্ষণ;
- নারীর ক্ষমতায়ন;
- স্হানীয় সরকার ব্যবস্হার উন্নয়ন;
- নির্বাচন কমিশন শক্তিশালীকরণ;
- সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন;
- বাংলাদেশের প্রধান বিচার আদালত সুপ্রিম কোর্টের মামলা ব্যবস্হাপনার উন্নয়ন;
- স্বাস্থ্য ও পুষ্টি;
- স্যানিটেশন ও পানি সরবরাহ;
- সাধারণ ও কারিগরী শিক্ষা;
- শিশুদের নিরাপত্তা;
- জাতীয় খাদ্য নীতি প্রণয়ন ও দেশের কৃষি বিনিয়োগ কর্মসূচি প্রণয়ন;
- দরিদ্র ও দুর্যোগকবলিত জনগোষ্ঠীর জন্য খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং
- কৃষিপণ্যের ব্যবসা-বাণিজ্য।

২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে গরুত্বপুর্ণ প্রকল্পের ঋণ/অনুদান চুক্তি স্বাক্ষরের বিবরণীঃ

UNDP

প্রকল্পের নাম : **Strengthening Women's Abikity for Productive New Opportunites (SWAPNO)**

- চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ : ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৪
- বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগ : স্হানীয় সরকার বিভাগ
- অনুদানের পরিমাণ : ৭৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার

- প্রকল্প বাস্তবায়নের মেয়াদ : জুলাই ২০১৪ হতে জুন ২০১৯
- প্রকল্পের উদ্দেশ্য : গ্রামীন দরিদ্র মহিলাদের জন্য অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের পরিধি বৃদ্ধি করে আয়ের সুষ্টি ও বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড, বিশেষত: পূর্ত কাজে অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে সামগ্রিকভাবে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন।

প্রকল্পের নাম : **Social Protection Policy Support (SPPS)**

- চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ : ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৪
- বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগ : মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এবং সাধারন অর্থনীতি বিভাগ (জিইডি)
- অনুদানের পরিমাণ : ৭.০৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার
- প্রকল্প বাস্তবায়নের মেয়াদ : জানুয়ারি ২০১৪ হতে ডিসেম্বর ২০১৭
- প্রকল্পের উদ্দেশ্য : বর্তমানে চলমান বিভিন্ন সামাজিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত কার্যক্রমের দূর্বল দিকগুলো চিহ্নিত করা, নীতি নির্ধারণী বিষয়ক তথ্য ও উপ্যত্ত সংগ্রহ এবং অন্যান্য দেশের অভিজ্ঞতার আলেকে বাংলাদেশের জন্য যুগোপযোগী ও বাস্তব-সম্মত একটি 'জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলপত্র' প্রণয়ন।

ILO

প্রকল্পের নাম : **Promoting Worker Rights and Labour Relations in export Oriented Industries in Bangladesh**

- চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ : ২৪ অক্টোবর ২০১৩
- বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগ : আইএলও
- অনুদানের পরিমাণ : ২.৫১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার
- প্রকল্প বাস্তবায়নের মেয়াদ : চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ হতে ১ বছর।
- প্রকল্পের উদ্দেশ্য : শিল্পক্ষেত্রে কর্মরত শ্রমিকপক্ষ এবং শিল্পের মালিকরা গঠনমূলক আলোচনার মাধ্যমে যাতে তাদের মৌলিক দায়িত্ব ও অধিকার সম্পর্কে পরিপূর্ণ ধারণা লাভ করতে পারে এবং তদানুযায়ী কাজ করতে পারে সে লক্ষ্যে সহায়তা করা।

প্রকল্পের নাম : **Improving Working Conditions in the RMG Industry**

- চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ : ২২ অক্টোবর ২০১৩
- বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগ : শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়,গৃহায়ণ ও গনপূর্ত মন্ত্রণালয় এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বিজিএমইএ, বিকেএমইএ, বুয়েট ইত্যাদি।
- অনুদানের পরিমাণ : ২৪.২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার
- প্রকল্প বাস্তবায়নের মেয়াদ : অক্টোবর ২০১৩ হতে ডিসেম্বর ২০১৬
- প্রকল্পের উদ্দেশ্য : তৈরী পোষাক কারখানায় সংঘটিত দূর্ঘটনায় আহতদের সাহায্য করা ও দূর্ঘটনা রোদে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং পরবর্তীতে অন্যান্য সেক্টরেও নিরাপদ কাজের পরিবেশ নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে এ সকল শিল্পের উন্নয়নে অবদান রাখা।

প্রকল্পের নাম : **Improving Fire and General Bulding Safety in Bangladesh**

- চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ : ০৭ মে ২০১৪
- বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগ : আইএলও
- অনুদানের পরিমাণ : ১.৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার
- প্রকল্প বাস্তবায়নের মেয়াদ : চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ হতে ৩ বছর।

- প্রকল্পের উদ্দেশ্য : বাংলাদেশের গার্মেন্টস শিল্পের অগ্নি নির্বাপন ব্যবস্থাপনা ও বিল্ডিং এর নিরাপত্তা উন্নীতকরণ, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স-এ কর্মরত স্টাফ এ Inspector সহ সংশিল্ট অন্যান্যদের প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি এবং এতদসংক্রন্তে ভবন এবং অগ্নি নিরাপত্তামূলক তথ্যাদি পরিবীক্ষণ সিস্টেম প্রবর্তন করা।

GEF/UNDP

প্রকল্পের নাম : **Dvelopment of Sustainable Energy Power Generation(DESREG)**

- চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ : ২৬ নভেম্বর ২০১৩
- বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগ : বিদ্যুৎ বিভাগ
- অনুদানের পরিমাণ : ৪.০৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার
- প্রকল্প বাস্তবায়নের মেয়াদ : জানুয়ারী ২০১৪ হতে ডিসেম্বর ২০১৮
- প্রকল্পের উদ্দেশ্য : জীবাশ্ম জ্বালানী নির্ভর বিদ্যুৎ উৎপাদন এর পরিবর্তে নবায়নযোগ্য শক্তি সম্পদ ব্যবহারের মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদন করে গ্রীন হাউজ গ্যাস নি:সরণের বার্ষিক প্রবৃদ্ধি হ্রাসকরণ।

প্রকল্পের নাম : **Bangladesh: Third National Commutation to the UNFCCC Project**

- চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ : ১২ নভেম্বর ২০১৩
- বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগ : পরিবেশ অধিদপ্তর
- অনুদানের পরিমাণ : ০.৪৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার
- প্রকল্প বাস্তবায়নের মেয়াদ : অক্টোবর ২০১৩ হতে ডিসেম্বর ২০১৬

প্রকল্পের উদ্দেশ্য : UNFCCC পক্ষগণের সম্মেলনে: Third National Commutation রিপোর্ট তৈরি ও জমা প্রদান।

FAO

প্রকল্পের নাম : **Emergency assistance for surveuillance of infuenza A (H7N9) virus in poultry and other animal populations in the south Asia region.**

- চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ : ২২ আগষ্ট ২০১৪
- বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগ : মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
- অনুদানের পরিমাণ : ০.৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার
- প্রকল্প বাস্তবায়নের মেয়াদ : জুন ২০১৩ হতে মে ২০১৪
- প্রকল্পের উদ্দেশ্য : বাংলাদেশে এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগের প্রাদুর্ভাব মোকাবেলার ক্ষমতা বৃদ্ধি করে রোগটির বিস্তার হ্রাস এবং মানুষ ও পশু স্বাস্থ্যের নিরাপত্তা বিধানের মাধ্যমে বাংলাদেশের অরক্ষিত জনসাধারণের জীবিকার উন্নতিসাধন করা;

প্রকল্পের নাম: **Building statistical capacity for food security and nutrition Information in support of better informed polices**

- চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ : ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৩
- বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগ : কৃষি মন্ত্রণালয় এবং পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ
- অনুদানের পরিমাণ : ০.৪৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার
- প্রকল্প বাস্তবায়নের মেয়াদ : এপ্রিল ২০১২ হতে মার্চ ২০১৪
- প্রকল্পের উদ্দেশ্য: খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টিগত তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে সঠিক নীতিগত সিদান্ত প্রণয়ণের মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা শক্তিশালীকরণ এবং ক্ষুধা হ্রাসকরণ।

প্রকল্পের নাম: **Strengthening the environment forestry and climate change capacities of the Ministry of Environment and Forests and its Agencies**

- চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ : ৩১ অক্টোবর ২০১৩
- বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগ : পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
- অনুদানের পরিমাণ : ৪.৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার
- প্রকল্প বাস্তবায়নের মেয়াদ : সেপ্টেম্বর ২০১৩ হতে আগষ্ট ২০১৬
- প্রকল্পের উদ্দেশ্য: পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে জাতীয় বিনিয়োগ পরিকল্পনা প্রণয়ণ, গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ।

প্রকল্পের নাম: **Emeregency assistance to support the recovery of crop-based livelihood systems of marginal farmers affected by communal violence and loss of agricultural by communal violence and loss of agricutrul capital in Taindong Union**

- চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ : ১৭ নভেম্বর ২০১৩
- বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগ : পার্বত্য চট্রগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
- অনুদানের পরিমাণ : ০.২৭৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার
- প্রকল্প বাস্তবায়নের মেয়াদ : নভেম্বর ২০১৩ হতে ডিসেম্বর ২০১৫
- প্রকল্পের উদ্দেশ্য: খাগড়াছড়ি জেলার মাটিরাঙ্গা উপজেলার তাইন্দং ইউনিয়নের ক্ষতিগ্রস্ত ৯০০ টি পরিবারকে সহায়তা প্রদান

প্রকল্পের নাম: **Institutionalization of Food Safely in Bangladesh for Safer Food**

- চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ : ০৫ মার্চ ২০১৪
- বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগ : খাদ্য মন্ত্রণালয়
- অনুদানের পরিমাণ : ৪.৪৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার
- প্রকল্প বাস্তবায়নের মেয়াদ : সেপ্টেম্বর ২০১৩ হতে সেপ্টেম্বর ২০১৬
- প্রকল্পের উদ্দেশ্য: নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন, সংরক্ষণ, বাজারজাতকরণ, বিপনন এবং ভোগের ক্ষেত্রে অনুকূল পরিবেশ তৈরি করে খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা শক্তিশালীকরণ, খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে কৃষি খাতের উন্নয়ন সাধন এবং পেল্ট্রি খাত ও প্রানিসম্পদ উন্নয়নে সহায়তা প্রদান।

IMO

প্রকল্পের নাম: **Safe and Environmentally Sound Ship recycling in Bangladesh (phase)**

- চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ : ১০ এপ্রিল ২০১৪
- বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগ : International Maritime Organization (IMO) সহযোগী বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়: শিল্প মন্ত্রণালয়)
- অনুদানের পরিমাণ : ১.৫মিলিয়ন মার্কিন ডলার
- প্রকল্প বাস্তবায়নের মেয়াদ : জানুয়ারি ২০১৪ হতে জুন ২০১৫
- প্রকল্পের উদ্দেশ্য: বাংলাদেশের অর্থনীতি ও পরিবেশের উপর জাহাজ ভাঙ্গা শিল্পের প্রভাব পরিমাপ করণ, জাহাজের বর্জ্য পদার্থ ব্যবস্থাপনা প্ল্যান প্রস্তুতকরণ এবং উন্নত প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল প্রস্তুতকরণ।

২.৪.২ আগামী ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে ঋণ/অনুদান চুক্তি স্বাক্ষর এবং ডিসবার্সমেন্ট

২০১৪-১৫ অর্থ-বছর এখনো শেষ হয়নি বিধায় উক্ত বছরে মোট অনুদানের পরিমাণ এখনই উল্লেখ করা সম্ভব নয়। তবে, ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে জানুয়ারি, ২০১৫ পর্যন্ত জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থা- UNDP-৪টি, FAO-৫টি, UNEP- ২টি, UNICEF- ২টি, IOM-১টি এবং UNESCO-১টিসহ মোট ১৫টি সহায়তাপুষ্ট ১৫টি প্রকল্পের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে যার অনুকূলে মোট ৪৯.০৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার অনুদান সহায়তা পাওয়া যাবে। উল্লেখ্য, ২০১৪-১৫ অর্থ বছরের ২য় কোয়ার্টার

(জুলাই-ডিসেম্বর) পর্যন্ত জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থার সহায়তাপুষ্ট বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প/কর্মসূচীর অনুকূলে মোট৬৫.২৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ইতিমধ্যে ডিসবার্সমেন্ট করা হয়েছে।

২.৪.৩ **২০১৩-১৪ অর্থ-বছরে গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলী**

২০১৩-১৪ অর্থ-বছরে বাংলাদেশ এবং জাতিসংঘের সংস্থাসমূহের মধ্যে স্বাক্ষরিত UN Development Assistance Framework (UNDAF) ২০১২-২০১৬ দলিলের আওতায় UNDAF Steering Committee-এর ২০১৩-১৪ অর্থ-বছরের পর্যালোচনা সভা গত ৩ জুলাই, ২০১৪ তারিখে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগে অনুষ্ঠিত হয়। এ সভায় UNDAF ২০১২-২০১৬ দলিলের আওতায় জতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থার সহায়তাপুষ্ট এবং বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প/কর্মসূচীর অগ্রগতি পর্যালোচনার পাশাপাশি UNDAF (২০১২-২০১৬)-এর আওতায় ২০১২-২০১৬ মেয়াদের জন্য সুনির্দিষ্ট মোট ১.৭৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার অনুদান তহবিলের শতকরা প্রায় ৬৬ ভাগ ইতিমধ্যেই Mobilize করা হয়েছে বলে জাতিসংঘের আবাসিক প্রতিনিধি সভাকে অবহিত করেন।

২.৪.৪ **চলমান প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি**

২০১৩-১৪ অর্থ-বছরে জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থা UNICEF, UNDP, UNFPA, FAO, UN-WOMEN, UNIDO এবং ILO সহায়তাপুষ্ট কর্মসূচি/প্রকল্পে সর্বমোট ১২৫.৮৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার অর্থ অবমুক্ত করেছে। উল্লেখ্য, জাতিসংঘের সংস্থাসমূহ কর্তৃক ২০১২-২০১৬ মেয়াদের জন্য প্রদেয় অনুদান সহায়তার প্রতিশ্রুতি বাংলাদেশ এবং জাতিসংঘের সংস্থাসমূহের মধ্যে স্বাক্ষরিত UN Development Assistance Framework (UNDAF) ২০১২-২০১৬ দলিলের আওতায় সুনির্দিষ্ট করা রয়েছে। ২০১২-১৬ মেয়াদের জন্য এ সুনির্দিষ্ট প্রতিশ্রুতির পরিমাণ ১.৭৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।

২.৪.৫ **২০১৩-১৪ অর্থ-বছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম**

২০১৩-১৪ অর্থ-বছরে বাংলাদেশ সরকারের সাথে জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্হাওয়ারী উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম নিম্নে দেয়া হলঃ

বাংলাদেশ সরকার ও UNDP এর মধ্যে গৃহীত গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম

বাংলাদেশে কর্মরত জাতিসংঘের আওতাধীন সকল আবাসিক ও অনাবাসিক সংস্হার সঙ্গে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের স্বাক্ষরিত UN Development Assistance Framework (UNDAF) ২০১২-২০১৬ চুক্তি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এর আওতায় জাতিসংঘের সকল সংস্হা একটি একক গুচ্ছ কাঠামোর মাধ্যমে বাংলাদেশেকে সহযোগিতা করছে। UNDAF (২০১২-২০১৬) এর আওতায় জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্হা ২০১২-২০১৬ মেয়াদের জন্য মোট ১.৭৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার অনুদান সহায়তার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে যা উপরে উল্লেখ করা হয়েছে। UNDAF (২০১২-২০১৬)-এর জন্য মোট ৭টি অগ্রাধিকার ক্ষেত্র বা UNDAF Pillar চিহ্নিত করা হয়েছে যার অনুকূলে গৃহীত প্রকল্প/কর্মসূচীর মাধ্যমে এ অনুদান সহায়তা ব্যয় করা হচ্ছে। প্রতিটি UNDAF Pillar এর জন্য একটি করে জাতিসংঘ সংস্হাকে লিড সংস্হা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। চিহ্নিত UNDAF Pillar সমূহ এবং বন্ধনীর ভিতর জাতসংঘের লিড সংস্থার নাম নিম্নে উল্লেখ করা হল:

- Democratic Governance and Human Rights (UNDP)
- Pro-Poor Growth with Equity (UNDP)
- Social Security for Human Development (UNICEF)
- Food Security and Nutrition (WFP)
- Climate Change, Environment, Disaster Risk Reduction and Response (UNDP)
- Pro-Poor Urban Development (UNDP) and
- Gender Equality and Women's Advancement (UNFPA)

বৈদেশিক সাহায্যের অধিকতর দক্ষ ব্যবহারে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রয়োজনীয়তা, দক্ষিণ-দক্ষিণ সহযোগিতার মত নতুন নতুন সহযোগিতা পদ্ধতির ব্যাপক প্রসার এবং প্রথাগত উৎস হতে বৈদেশিক উন্নয়ন সহযোগিতার (ওডিএ)

ক্রমহ্রাসমানজনিত পরিস্থিতি মোকাবেলার লক্ষ্যে Knowledge for Development Management (K4DM) for ERD UN wing (September,2014-August, 2017) শীর্ষক ১টি প্রকল্প ২০১৩-১৪ অর্থ-বছরে গৃহিত হয়েছে এবং এ ধারাবাহিকতায় এ প্রকল্পের প্রকল্প দলিল গত ২৮শে সেপ্টেম্বর, ২০১৪ তারিখে স্বাক্ষরিত হয়। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে ইআরডি'র বিশেষতঃ উন্নয়ন ব্যবস্থাপনায় ইউএন উইং-এর সক্ষমতা বাড়বে এবং ইউএন ও ইউএনডিপি'র সহায়তাপ্রাপ্ত প্রকল্পসমূহ আরও দ্রুত বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশের উন্নয়নে অধিকতর ভূমিকা রাখার সুযোগ সৃষ্টি হবে। উক্ত প্রকল্পের আওতায় ইউএনডিপি প্রদত্ত অনুদানের পরিমাণ ৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

২.৪.৬ বাংলাদেশ সরকার ও UNFPA এর মধ্যে গৃহীত গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম

জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে নারী, পুরুষ ও শিশুরা যাতে সমান সুযোগ এবং স্বাস্থ্যকর জীবন পেতে পারে সে লক্ষ্যে UNFPA বাংলাদেশে কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশে UNFPA নিম্নলিখিত ৪টি বিষয়কে সামনে রেখে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করছে-

- Every pregnancy is wanted
- Every birth is safe
- Every young person is free from HIV & AIDS
- Every girl and woman is treated with dignity and respect

বর্তমানে UNFPA তাদের ৮ম দেশীয় কর্মসূচির (২০১২-২০১৬) আওতায় বাংলাদেশকে ৭০.০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার অনুদান সহায়তা করবে যার আওতায় নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হবেঃ

- Reproductive Health Rights
- Population and Development
- Gender Equality

উল্লেখ্য, বাংলাদেশ সরকার এবং জাতিসংঘ সংস্থাসমূহের মধ্যে স্বাক্ষরিত United Nations Development Assistance Framework (UNDAF) 2012-2016 দলিলের মধ্যে UNFPA অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এই UNDAF দলিলে চিহ্নিত নারী ও পুরুষের সমতা এবং নারীর উন্নয়ন সম্পর্কিত কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য UNFPA-এর নিজস্ব ৮ম দেশীয় কর্মসূচিও (২০১২-২০১৬) বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। ২০১৩-১৪ অর্থ-বছরের UNFPA-এর ৩২.৫৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার অনুদানে Generation Breakthrough এবং Support to the 2011 Population and Housing Census শীর্ষক দু'টি প্রকল্প স্বাক্ষরিত হয়েছে। এছাড়া, International Maritime Orgnization(IMO)-এর ১.৫১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার অনুদান সহায়তায় Safe and Environmentally Sound Ship Recycling in Bangladesh (Phase-1) শীর্ষক ১টি প্রকল্পের প্রকল্প চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। জাহাজ শিল্পে নিয়োজিত শ্রমিকদের কর্মপরিবেশ নিরাপদ ও উন্নতকরণই এ প্রকল্পের মূল লক্ষ্য। অন্যদিকে, UNCDF-এর ০.২০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার অনুদানের প্রতিশ্রুতিতে Local Climate Adaptive Living শীর্ষক ১টি প্রকল্পের প্রকল্প চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।

২.৪.৭ বাংলাদেশ সরকার এবং ILO-এর মধ্যে গৃহীত গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম

সরকার, মালিক ও শ্রমিকপক্ষকে একটি সাধারণ প্লাটফর্মের আওতায় এনে ILO জাতিসংঘের একমাত্র ত্রিপক্ষীয় বিশেষায়িত সংস্থা হিসাবে ১৯৭২ সাল থেকে বাংলাদেশে এর সহযোগিতা অব্যাহত রেখেছে। শুরুতে বাংলাদেশে ILO এর কর্মপরিধি শ্রম-ভিত্তিক পরিকাঠামো উন্নয়ন ও রক্ষনাবেক্ষনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেও বর্তমানে এর ক্ষেত্রে বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। ILO বর্তমানে বাংলাদেশে দারিদ্র বিমোচন, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি, পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্যমান উন্নয়ন (Improving Occupational Safety and Health Standards), অভিবাসী শ্রমিকদের অধিকার রক্ষা, শিশু শ্রম নিরসন, পরিবেশবান্ধব সবুজ কাজের প্রসার (Promoting Green Jobs) ইত্যাদি ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

বিগত ২৪ নভেম্বর, ২০১২ তারিখ তাজরিন ফ্যাশনস লি: এ সংঘটিত অগ্নিকান্ড এবং ২৪ এপ্রিল ২০১৩ তারিখে রানা প্লাজা ধ্বসের পর বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্প ভয়াবহ বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। এ উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবেলায় বিশেষত: তৈরি পোশাক শিল্প রক্ষা এবং এ শিল্পে কর্মরত শ্রমিকদের নিরাপদ কর্ম-পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে সরকার নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করে। এ উদ্যোগের সফল বাস্তবায়নে ILO বিভিন্ন আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা প্রদানে এগিয়ে আসে এবং ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে ILO ও বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে ০৬টি প্রকল্পচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এ চুক্তি মোতাবেক ILO ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে সাকুল্য ৪০,২৯৭ (প্রায় ৫০.৩২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার) লক্ষ টাকা অনুদান সহযোগিতা প্রদানের প্রতিশ্রুতি প্রদান করে। প্রকল্পগুলো বর্তমানে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

চিত্রঃ বাংলাদেশ সরকার ও ILO'র মধ্যে "Establishing Centre of Excellence (CoE) for RMG Sector in Bangladesh" শীর্ষক প্রকল্প দলিল স্বাক্ষর অনুষ্ঠান। **(তারিখ:** ১০/০৬/২০১৪ খ্রি:)।

২০১৩-১৪ অর্থ-বছরের ILO-এর সহায়তাপুষ্ট মোট ৫০.৩২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার অনুদানে ৬টি প্রকল্পের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এর মধ্যে ILO-এর ২.৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার অনুদানে বাস্তবায়নাধীন ১টি উল্লেখযোগ্য প্রকল্প হচ্ছে Promoting Worker Rights and Labour Relations in Export Oriented Industries in Bangladesh শীর্ষক প্রকল্প যার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে শিল্পক্ষেত্রে কর্মরত শ্রমিকপক্ষ এবং শিল্পের মালিকরা গঠনমূলক আলোচনার মাধ্যমে যাতে তাদের মৌলিক দায়িত্ব ও অধিকার সম্পর্কে পরিপূর্ণ ধারণা লাভ করতে পারে এবং তদানুযায়ী কাজ করতে পারে সে লক্ষ্যে সহায়তা করা। ILO-এর ২৪.২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার অনুদানে বাস্তবায়নাধীন অন্য আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প হচ্ছে Improving Working Conditions in the RMG Industry যার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে তৈরী পোষাক কারখানায় সংঘঠিত দুর্ঘটনায় আহতদের সাহায্য করা ও দূর্ঘটনা রোধে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং পরবর্তীতে অন্যান্য সেক্টরেও নিরাপদ কাজের পরিবেশ নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে এ সকল শিল্পের উন্নয়নে অবদান রাখা। এছাড়া, শিশু শ্রম নিরসনকল্পে ILO কর্তৃক "Country Level Engagement Assistance to Reduce (CLEAR) Child Labour" শীর্ষক ১টি Global Project গ্রহণের প্রস্তাব করেছে। প্রকল্পটির চুক্তি স্বাক্ষরের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় ILO বাংলাদেশকে ০.৩৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (প্রায় ৩০০ লক্ষ টাকা) অনুদান সহায়তা প্রদানের প্রস্তাব করেছে।

UNEP: ২০১৩-১৪ অর্থ-বছরের UNEP'র মোট ০.১৬৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের অনুদান সহায়তা ১টি প্রকল্পের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন Implementation of HCFC Phase-out Management Plan-UNEP Components শীর্ষক এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে- বাংলাদেশ হতে ২০৩০ সালের মধ্যে Hydro-chloro-fluoro-carbon বা HCFC নির্মূলে অবদান রাখা। এ লক্ষ্যে নীতি নির্ধারণী ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থা এবং রেফ্রিজারেশন ও এয়ারকন্ডিশনিং সেক্টরে নিয়োজিত সার্ভিস টেকনিশিয়ানদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

২.৪.৮ বাংলাদেশ সরকার ও UNICEF-এর মধ্যে গৃহীত গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম

২০১৩-১৪ অর্থ-বছরে স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতায় Water, Sanitation and Hygiene (WASH) বিষয়ক ১টি প্রকল্পের অনুকূলে ৩২.৯২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার প্রদানে UNICEF ফেব্রুয়ারি, ২০১৪ মাসে Annual Work Plan (AWP) স্বাক্ষর করেছে। আর্সেনিক, লবণাক্ততা, পানি দুষ্প্রাপ্যতা রয়েছে এমন অঞ্চলসমূহে নিরাপদ পানি সরবরাহ, হতদরিদ্র জনগণের মধ্যে পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থাসহ স্বাস্থ্যবিধির ব্যাপক প্রচার ঘটানো এবং উন্মুক্ত স্থানে মলত্যাগের হার হ্রাসকরণকে মূল কার্যক্রম করে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার আন্তর্জাতিক ও জাতীয় লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করাই এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্যে। বর্তমানে এ প্রকল্পটি যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের নিমিত্ত চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। এছাড়া, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন Early Learning for Child Development Project (2nd Phase) প্রকল্পের অনুকূলে ১.৯৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার প্রদানে UNICEF মে, ২০১৪ মাসে Annual Work Plan (AWP) স্বাক্ষর করেছে। শিশুদের প্রারম্ভিক বিকাশের সাথে সম্পৃক্ত বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/সংস্থাকে শিশু একাডেমিতে প্রতিষ্ঠিত Early Childhood Care and Development Unit (ECD)-এর মাধ্যমে যে সহায়তা প্রদান করা হয় তাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়া এবং ঝুঁকিপূর্ণ শিশুদের ECD বিষয়ে সহায়তা প্রদানে গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমে নেতৃত্ব প্রদান, তদারকী, এবং সমন্বয় এর বিষয়ে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ শিশু একাডেমীর দক্ষতা বৃদ্ধি করাই এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য। উল্লেখ্য, এ প্রকল্প গত আগস্ট, ২০১৪ মাসে ইতোমধ্যেই যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। ইউনিসেফ সরকারি ও বেসরকারি উভয় খাতেই বাংলাদেশের পিছিয়ে পড়া নারী ও শিশুর উন্নয়নে প্রকল্প/কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে থাকে।

UNICEF কর্তৃক প্রদত্ত সহায়তার সম্ভাব্য ক্ষেত্রসমূহ হলো-

- Social Service for Children and Women;
- Social Policy Planning, Monitoring and Evaluation;
- Advocacy, Communication and Partnerships for children and
- Local Capacity Building and Community Empowerment.

গত ২০১৩-১৪ অর্থ-বছরে সরকারি খাতে ইউনিসেফের অনুদানপুষ্ট বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের আওতায় বাস্তবায়নাধীন মোট ১২টি প্রকল্প/কর্মসূচির অনুকূলে ৯.৯৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার অর্থ ছাড় করেছে। বর্তমানে ইউনিসেফের মোট ১৮২.৩৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার অনুদান সহায়তা সম্বলিত ১৪টি প্রকল্প/কর্মসূচি চলমান রয়েছে।

২.৪.৯ বাংলাদেশ সরকার ও FAO-এর মধ্যে গৃহীত গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম

বাংলাদেশে স্বাধীনতার পর হতে কৃষি, খাদ্য নিরাপত্তা, প্রাণিসম্পদের উন্নয়ন, ত্রাণ ও পুনর্বাসন এবং জলবায়ু পরিবর্তনের দ্বারা প্রভাবিত বিভিন্ন সমস্যা মোকাবেলায় জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO) সহায়তা প্রদান করে আসছে। বর্তমানে FAO নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে বাংলাদেশে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করছেঃ

- Policy advice, support to investment;
- Support to enhanced food security of ultra-poor, nutrition of marginal and disaster affected households;
- Support to agribusiness & prevention of and response to food chain threats and emergencies;
- Support to climate change mitigation and adaptation and natural resources management and
- Advocacy and Support to Aid Effectiveness.

জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO) বাংলাদেশে তাদের "Country Programming Framework 2014-2018"- পুনর্গঠন (রিভিশন) ও হালনাগাদ (আপডেট) করার লক্ষ্যে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগকে অনুরোধ জানায়। আগামী ০৫ বছরের জন্য বাংলাদেশে FAO এর কর্মকান্ডের রুপরেখা বিষয়ক কৌশলগত পরিকল্পনা এবং ব্যবস্থাপনা দলিল হচ্ছে Country Programming Framework । সে প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগের সমন্বয়ে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগে ধারাবাহিকভাবে আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার সিদ্ধান্তের আলোকে বর্ণিত দলিলটি পুনর্গঠন ও হালনাগাদকরণ করার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ হতে উপ-সচিব পদমর্যাদার কর্মকর্তাদের Focal Point হিসাবে মনোনীত করে একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির সদস্যগণ স্ব-স্ব মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিত্বসহ প্রয়োজনীয় তথ্য ও উপাত্ত প্রদান, প্রাধিকার ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিতকরণ এবং বাস্তবায়ন বিষয়ে কর্মপন্থা নির্ধারণে

কাজ করেছেন। এছাড়া, Farmer Association এবং সিভিল সোসাইটির প্রতিনিধিদের নিয়ে বেশ কয়েকটি Consultation Workshop আয়োজন করা হয়। "Country Programming Framework 2014-2018" গত ০৩ এপ্রিল, ২০১৪ তারিখে স্বাক্ষরিত হয়।

কৃষি মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO)-এর সহযোগিতায় বেসরকারি খাতে ও সুশীল সমাজের মতামতের ভিত্তিতে দেশের দক্ষিণাঞ্চলের সমন্বিত কৃষি উন্নয়নের জন্য "Master Plan for Agricultural Development in Southern Region of Bangladesh" প্রণয়ন করা হয়েছে। উক্ত Master Plan-এর বিষয়ে উন্নয়ন সহযোগীদের অবহিত করাসহ এর সফল বাস্তবায়নে উপকূলীয় অঞ্চলের ১৪টি জেলায় কৃষি নির্ভর খাতসমূহের উন্নয়নের জন্য ৫৮ হাজার কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে এ মহাপরিকল্পনাটি প্রণয়ন করা হয়েছে এবং এতে Top, High, Medium, Low-এ চারটি অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে ৮৫টি Interventions চিহ্নিত করা হয়েছে। এটি বাস্তবায়নের মেয়াদকাল ধরা হয়েছে ২০১৩ থেকে ২০২১ সাল। Master Plan-এর সফল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এবং Resounce Gap পূরণে উন্নয়ন সহযোগীদের প্রয়জেনীয় অর্থায়ন প্রাপ্তির জন্য তাদের অবহিত করার নিমিত্ত অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের জাতিসংঘ অনুবিভাগ একটি সভার আয়োজন করে। প্রণীত Master Plan-এ;

ক) উপকূলীয় ১৪টি জেলায় ভূ-প্রাকৃতিক পরিবেশ, পানি ব্যবস্থাপনা, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থার পর্যালোচনা করে একটি সার্বিক কৃষি উন্নয়ন পরিকল্পনা উপস্থাপন করা হয়েছে এবং এটি কৃষির সার্বিক উন্নয়নের জন্য একটি পরিপূর্ণ দলিল হিসেবে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারবে বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

খ) অগ্রাধিকারভূক্ত খাত হিসেবে ফসল, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ ব্যবস্থাপনা, কৃষি, বাণিজ্য, কৃষি ঋণ এবং কৃষি খাতের সঙ্গে সম্পৃক্ত জনশক্তির দক্ষতা বৃদ্ধি ইত্যাদি বিষয়সমূহকে চিহ্নিত করা হয়েছে।

The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria (GFATM);

২০১৩-১৪ অর্থ-বছরের FAO-এর অর্থায়নে ১০টি প্রকল্পের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় যার মাধ্যমে ১৩.৬৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার অনুদান সহায়তা পাওয়া যাবে। The Global Fund বিশ্বব্যাপী HIV/AIDS, Tuberculosis এবং Malaria রোগের প্রতিকারে সদস্য রাষ্ট্রসমূহকে অনুদান সহায়তা প্রদান করে আসছে। গত এক দশক ধরে এ সংস্থাটির আর্থিক সহায়তায় গৃহীত কর্মসূচির ফলে বাংলাদেশে এ তিনটি রোগের ব্যাপকতা উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পেয়েছে কিংবা নিয়ন্ত্রণে আছে। অতিসম্প্রতি সংস্থাটি তাঁদের New Funding Model-এর আওতায় উক্ত তিনটি রোগের প্রতিকার/দমনের উদ্দেশ্যে আগামী ০৩ বছরের জন্য বাংলাদেশকে ৯২ মিলিয়ন ডলার অনুদান প্রদানের প্রস্তাব করেছে।

২.৪.১০ ভবিষ্যত কার্যক্রম

United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) এর আওতায় ২০১০-এ অনুষ্ঠিত COP-16 এ Green Climate Fund (GCF) প্রতিষ্ঠা করা হয়। ভবিষ্যতে বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তন

মোকাবিলায় এ ফান্ড সদস্য রাষ্ট্রসমূহের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের প্রধান জোগানদাতা হিসেবে ভূমিকা রাখবে। ২০২০ সাল নাগাদ এ ফান্ডের তহবিল ২০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত করার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। GCF হতে তহবিল পাওয়ার লক্ষ্যে প্রস্তুতিস্বরূপ নিম্নেবর্ণিত চারটি কাজকে প্রাধিকার হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে :

- Nominating a National Designated Authority(NDA) or focal point;
- Creating a strategic framework for interaction with the Fund;
- Selecting intermediaries or implementing entities; and
- Developing an initial pipeline of programme and project proposal.

০২. কাজগুলোর মধ্যে ইতেমধ্যে সিনিয়র সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ-কে বাংলাদেশের National Designated Authority (NDA) হিসেবে মনোনয়ন প্রদান করা হয়েছে। তিনি GCF-এ বাংলাদেশের NDA হিসেবে ০৬ নভেম্বর ২০১৪ এ ফান্ডের নির্বাহী পরিচালক Ms. Héla Chikhrouhou-এর সাথে এক দ্বিপাক্ষিক আলোচনা সভায় মিলিত হ'ন এবং উক্ত সভায় GCF-এ প্রবেশের জন্য বাংলাদেশের প্রস্তুতির বিষয়সমূহ আলাচিত হয়। আলোচনায় GCF হতে তহবিল প্রাপ্তিতে বাংলাদেশের আগ্রহ, জলবায়ু পরিবর্তন ও অর্থায়নে বাংলাদেশের নীতি, কৌশল এবং পরিকল্পনাসমূহ তুলে ধরা হয়। সভায় অভিমত ব্যক্ত করা হয় যে, জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় বাংলাদেশের বর্তমান নীতি, কৌশল এবং পরিকল্পনা, GCF-এর অর্থায়ন প্রক্রিয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট হতে কার্যকরী Strategic Framework বলে বিবেচিত হতে পারে। তবে, জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলির সক্ষমতা বৃদ্ধি, প্রাথমিক কর্মসূচী ও প্রকল্প পাইপলাইন সৃষ্টি এবং National Implementing Entity (NIE) ও Intermediaries নির্ধারণ ও Accreditation অর্জনে GCF-এর কারিগরি সহায়তার প্রয়োজন হবে। সভায় GCF-এ বাংলাদেশের প্রবেশের জন্য আগামী ফেব্রুয়ারি ২০১৫ এর মধ্যে ন্যূনতম ৩/৪টি জাতীয় প্রতিষ্ঠানকে NIE হিসেবে নির্বাচন, Accreditation অর্জন এবং একই সাথে প্রয়োজন হলে Intermediary [যারা Multilateral Implementing Entity (যেমন ADB, UNDP, GIZ) হিসেবে NIE-এর পাশাপাশি জলবায়ু সম্পর্কিত প্রকল্প বাস্তবায়ন করবে] নির্বাচনের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়। NDA সচিবালয়ের দক্ষতা বৃদ্ধি, GCF-NDA কর্মসম্পাদনের পদ্ধতি/প্রক্রিয়া নির্দিষ্টকরণ, NIE ও Intermediary নির্বাচন এবং অর্থায়নের উদ্দেশ্যে প্রাথমিক কর্মসূচী ও পাইপলাইন প্রকল্প প্রণয়নের লক্ষ্যে GCF হতে Readiness and Prepatory Support লাভের জন্য GCF-এর সাথে যোগাযোগ অক্ষুন্ন রাখার পরামর্শ প্রদান করা হয়।

০৩. ফান্ডের নির্বাহী পরিচালকের সাথে আলোচনার বিষয়বস্তু বিস্তারিতভাবে জলবায়ু পরিবর্তন সংশ্লিষ্ট প্রকল্প বাস্তবায়ন/নিয়ন্ত্রণকারী মন্ত্রণালয়সমূহকে অবহিত করে তাদের অধীনস্থ যোগ্য ও দক্ষ সংস্থাকে NIE হিসেবে নির্বাচন ও Accreditation পাওয়ার লক্ষ্যে কার্যক্রম আরম্ভ করা এবং GCF-এর অর্থায়নের জন্য Adaptation ও Mitigation ভিত্তিতে একটি Project Pipeline প্রস্তুতের কার্যক্রম গ্রহণের তাগিদ দিয়ে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ হতে গত ১৯ নভেম্বর ২০১৪ এ অনুরোধ করা হয়।

০৪. যুগপৎভাবে NDA সচিবালয়ের দক্ষতা বৃদ্ধি, NIE নির্বাচন ও তাদের Accreditation এবং প্রকল্প Pipeline প্রস্তুতের জন্য GCF-এর নিকট readiness support হিসেবে USD ১.৯ মিলিয়ন সহায়তা প্রদানের জন্য গত ১৯ নভেম্বর ২০১৪ এ অনুরোধ করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, GCF-এ প্রবেশের লক্ষ্যে readiness support প্রদানের জন্য উন্নয়ন সহযোগী; UNDP ও GIZও আগ্রহ প্রকাশ করেছে। এ লক্ষ্যে তদের সাথে নিবিড় যোগাযোগ রক্ষাসহ কাজ করা হচ্ছে।

০৫. গত ০৯ ডিসেম্বর ২০১৪ এ জাতীয় ১২টি প্রতিষ্ঠান (বাংলাদেশ ব্যাংক, পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন; পিকেএসএফ, বাংলাদেশ আভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, পরিবেশ অধিদপ্তর, কৃষি সম্প্রাসারণ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাষ্ট ফান্ড, বন অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, Infrastructure Development Company Ltd.;IDCOL ও Infrastructure Investment Facilitation Company; IIFC) এবং পরবর্তীতে ১২ জানুয়ারি ২০১৫-এ আরো ২টি প্রতিষ্ঠান (টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (SREDA) ও সড়ক ও জনপথ) অর্থাৎ মোট ১৪টি প্রতিষ্ঠানকে সম্ভবনাময় NIE হিসেবে প্রাথমিকভাবে গণ্য করে GCF-এর নির্ধারিত Accreditation Criteria-এর বিপরীতে তাদের নিজস্ব অবস্থান মূল্যায়ন (Self assessment), ঘাটতি থাকলে তা চিহ্নিতকরণ এবং সেগুলো দূরীকরণের উপায় বের করার উদ্দেশ্যে নিবিড় অনুশীলনের (exercise) জন্য NDA কর্তৃক অনুরোধ করা হয়।

০৬. নির্বাচিত সম্ভবনাময় NIE-দের Accreditation অর্জনসহ GCF হতে তহবিল প্রাপ্তির সামগ্রিক বিষয়টি আরো গতিশীল ও সমন্বিত করা এবং ভবিষ্যত কর্মপন্থা নির্ধারণের লক্ষ্যে অর্থনৈতিক সর্ম্পক বিভাগে গত ২১ ডিসেম্বর ২০১৪ এ

NIE হিসেবে নির্বাচিত হতে পারে এরুপ ১৪টি জাতীয় প্রতিষ্ঠান, সংশ্লিষ্ট বিভাগ/সংস্থা/মন্ত্রণালয় এবং উন্নয়ন সহযোগী (GIZ এবং UNDP) এর সমন্বয়ে একটি সভা আহবান করা হয়। উক্ত সভায় অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ Self assessment-এর জন্য NDA নিকট কারিগরি সহায়তা চাইলে, GIZ-এর সহযোগিতায় একজন বিশেষজ্ঞ নিয়োগের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয় । উক্ত সিদ্ধান্ত অনুসারে Ms. Emelia Holdaway গত ১৮ জানুয়ারি হতে ২৫ জানুয়ারি ২০১৫ পর্যন্ত ১৪টি প্রতিষ্ঠানের সাথে One to One basis-এ আলোচনার মাধ্যমে তাঁদেরকে Self assessment কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান করেছেন। একইসাথে, গত ২১ ডিসেম্বর ২০১৪-এ অনুষ্ঠিত সভার আলোচনা/সকলের মতামতের প্রেক্ষিতে ২৮ ও ২৯ জানুয়ারি, ২০১৫ -এ অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগে একটি কর্মশালার (Workshop) আয়োজন করা হয়। উক্ত কর্মশালায় বাংলাদেশের জাতীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক Accreditation অর্জনের বিষয়ে কর্মপন্থা নির্ধারণ করা হয়েছে। কর্মশালায় সংশ্লিষ্ট ১৪টি প্রতিষ্ঠান, মন্ত্রণালয়সমূহের প্রতিনিধি, Civil Society Organizations, পরিবেশ বিশেষজ্ঞগণ, GCF এবং উন্নয়ন সহযোগীদের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন। বর্তমানে, উক্ত কর্মশালায় প্রণীত রোডম্যাপ অনুসরণে যোগ্য জাতীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের Accreditation অর্জনের লক্ষ্যে পরবর্তী প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গৃহীত হচ্ছে।

বিঃ দ্রঃ এ অনুবিভাগ (জাতিসংঘ) সংশ্লিষ্ট চলমান প্রকল্প/কর্মসূচির তালিকা পরিশিষ্ট-৪ এ দেওয়া হলো।